111

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 25 APR 1987 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... 5 কলাম 3 ... ...

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষকতা পেশার সম্মান

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। একটি জাতি তখনই বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে যখন সে দেশের নাগরিক পরিপূর্ণ ও যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়। প্রকৃতপক্ষে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে হলে পরিপূর্ণ শিক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানের শিক্ষা কোন্ পথে চলছে? দেশের বিভিন্ন পরীক্ষায় বিশেষ করে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যেহারে নকল করার প্রবণতা বেড়ে চলেছে তা সত্যিই আমাদের জন্য ভাববার বিষয়। এভাবে নকল চলতে থাকলে ভবিষ্যতে আমাদের সুনাগরিক হয়ে গড়ে উঠা কখনোই সম্ভব হবে না। অথচ বর্তমান ছাত্র সমাজের হাতেই দেয়া হবে আগামী দিনের রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুদায়িত্ব। তখন তারা কি করবে। বর্তমান পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে প্রাই শিক্ষকদের প্রতিরোধের চাইতে নকলের জন্য উৎসাহিত করতে দেখা যায়। শিক্ষকতা একটি সম্মানজনক পেশা। আমাদের দেশের শিক্ষকরা কি তাদের সুনাম ও সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন? বর্তমানের ছাত্র-ছাত্রীরা জ্ঞানার্জন করার চেয়ে পরীক্ষা উত্তীর্ণ সার্টিফিকেটকেই প্রাধান্য দেয়। তাই নকলের জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা ঝুঁকে পড়েছে। যদি এ অবস্থা দ্রুতগতিতে চলতে থাকে তবে জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না। শিক্ষকদের সুনাম ও সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে এ নকলের দ্রুতগতি রোধের জন্য দেশবাসী সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

—মোঃ কবীর হোসেন।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে অনেকবারই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন, পরিবর্ধন করা হয়েছে। কিন্তু কোন সুদূরপ্রসারী মৌলিক পরিবর্তন হয়নি। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য "দেশ পরিচালনায় উপযোগী চরিত্রবান সুনাগরিক গড়ে তোলা।" অপরদিক "শিক্ষা সুষ্ঠুরূপে মানব জীবন-যাপনের কলাকৌশলের প্রশিক্ষণ দেয়।" শিক্ষা, জ্ঞানার্জন ও উন্নত মানবগুণাবলী অর্জনে সহায়ক। শিক্ষাকে যেভাবেই সংজ্ঞায়িত করা হোক, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সেই ঈপ্সিত উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হচ্ছে? নিশ্চয়ই না। আর এ জন্য দায়ী নৈতিকতাহীন শিক্ষা ব্যবস্থা। ধর্মীয় শিক্ষা মানুষকে চরিত্রবান ও নৈতিকতাবাদী করে তুলতে সহায়তা করে। কিন্তু লক্ষ্য করা যায়, ক্রমান্বয়ে ধর্মীয় শিক্ষাকে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বাদ দেয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। তাই সমাজে যতসব হানাহানি-মারামারি, এসিড নিক্ষেপ বা এ ধরনের নৈতিকতার বিরোধী কার্যকলাপ চলছে। এ জন্য এখন থেকেই প্রাথমিক শিক্ষা হতে উচ্চতর ডিগ্রী পর্যন্ত "ধর্ম ও নৈতিকতা" বিষয়কে বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। নতুবা আমরা আমাদের স্বঐতিহ্য হারিয়ে পরগাছার মত বিদেশী অপসংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে পরাধীন জীবন-যাপন করতে বাধ্য হব। তাই ধর্মীয় শিক্ষা পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়নে যত তাড়াতাড়ি পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব ততই দেশের জন্য মঙ্গল।

—ন, ম, আবদুল হক।